সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন বীথিকা বিনতে হোসাইন

বীথিকা বিনতে হোসাইন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বীথিকা বিনতে হোসাইন।

সোমবার (২০ এপ্রিল) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। তিনি জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সভাপতি শফিউল বারী বাবুর সহধর্মিণী।

বীথিকা বিনতে হোসাইন দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে তিনি জনকল্যাণমূলক সংগঠন 'অর্পণ আলোক সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই নেত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরও রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। বরং বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় থেকে দলের সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের মাধ্যমে দেশজুড়ে অসহায় ও নির্যাতিত নেতাকর্মীদের সহায়তায় তিনি পরিচিতি পান একজন মানবিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মনোনয়ন প্রয়াত শফিউল বারী বাবুর রাজনৈতিক অবদান ও ত্যাগের প্রতি দলের একটি সম্মানসূচক স্বীকৃতি।

মনোনয়নকে কেন্দ্র করে রামগতি ও কমলনগরের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। কমলনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও বর্তমান যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য তারেক রহমান রকি বলেন, শফিউল বারী বাবু ছিলেন রাজপথের সাহসী নেতা। তার অকাল প্রয়াণে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, বীথিকা বিনতে হোসাইনের এই মনোনয়ন সেই ক্ষত কিছুটা হলেও পূরণ করেছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তে আমরা কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত।

মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় বীথিকা বিনতে হোসাইন বলেন, এটি আমার ব্যক্তিগত অর্জন নয়। এটি শহীদ জিয়ার আদর্শ এবং প্রয়াত শফিউল বারী বাবুর প্রতি মানুষের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। দলীয় নেতা তারেক রহমান আমার ওপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি জনগণের সেবা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে তা পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

তিনি আরও বলেন, লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর) এলাকার প্রধান সমস্যা মেঘনা নদীর ভাঙন। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি অবহেলিত এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এটিকে একটি আধুনিক ও উন্নত জনপদে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়েই তিনি কাজ করবেন। শফিউল বারী বাবুর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করাই হবে তার মূল অঙ্গীকার।